নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ১৯৯০

সূচী

ধারাসমূহ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা
২। সংজ্ঞা
৩। নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন
৪। ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয়
৫। পরিচালনা ও প্রশাসন
৬। পরিচালনা বোর্ড
৭। ইনস্টিটিউটের কার্যাবলী
৮। বোর্ডের সভা
৯। কমিটি
১০। ইনস্টিটিউটের তহবিল
১১। বাজেট
১২। হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা
১৩। প্রতিবেদন
১৪। মহা-পরিচালক
১৫। কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ
১৬। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ
১৭। ক্ষমতা অর্পণ
১৮। জনসেবক
১৯। ইনস্টিটিউট দোকান, ইত্যাদি হিসাবে গণ্য হইবে না
২০। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা
২১। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ১৯৯০

১৯৯০ সনের ৫৩ নং আইন

[৩১ জুলাই, ১৯৯০]

নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপনকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট নামে একটি ইনস্টিটিউট স্থাপন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

সংক্ষিপ্ত শিরোনামা

১। এই আইন নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ১৯৯০ নামে অভিহিত হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) "ইনস্টিটিউট" অর্থ এই আইনের অধীন স্থাপিত নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট;

(খ) "চেয়ারম্যান" অর্থ ইনস্টিটিউটের পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(গ) "বোর্ড" অর্থ ইনস্টিটিউটের পরিচালনা বোর্ড;

(ঘ) "মহা-পরিচালক" অর্থ ইনস্টিটিউটের মহা-পরিচালক;

(ঙ) "সদস্য" অর্থ বোর্ডের সদস্য।

নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন

৩। (১) এই আইন বলবৎ হইবার পর, যতশীঘ্র সম্ভব, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট নামে একটি ইনস্টিটিউট স্থাপন করিবে।

(২) ইনস্টিটিউট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইন ও বিধি সাপেক্ষে উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার, অধিকারে রাখার ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকিবে এবং উহার নামে উহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা উহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।

ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয়

৪। ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয় ফরিদপুর থাকিবে এবং উহা প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, যে কোন স্থানে শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

পরিচালনা ও প্রশাসন

৫। (১) ইনস্টিটিউটের পরিচালনা ও প্রশাসন একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং ইনস্টিটিউট যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে বোর্ডও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) ইনস্টিটিউট উহার কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নীতি অনুসরণ করিবে।

পরিচালনা বোর্ড

৬। (১) পরিচালনা বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, ফরিদপুর;

(গ) সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন জাতীয় সংসদ সদস্য;

(ঘ) সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব;

(ঙ) নৌ-পরিহন মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব;

(চ) বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য;

(ছ) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(জ) সরকার কর্তৃক মনোনীত দুইজন পানি সম্পদ প্রকৌশলী/বিজ্ঞানী;

(ঝ) নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহা-পরিচালক, যিনি উহার সচিবও হইবেন।

(২) উপ-ধারা ১(জ) এর অধীন মনোনীত সদস্যদ্বয় তাঁহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে দুই বৎসরের মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই কোন কারণ না দর্শাইয়া উক্তরূপ কোন সদস্যকে যে কোন সময় তাঁহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে:

আরও শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ কোন সদস্য সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

ইনস্টিটিউটের কার্যাবলী

৭। ইনস্টিটিউটের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) নদী প্রশিক্ষণ, নদীর ভাংগন রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সেচ ও পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজনে নকশা প্রণয়নের জন্য এবং নদী কৌশল, নদীর পলল নিয়ন্ত্রণ, নদীর মোহনা ও জোয়ার ভাটা সম্পর্কিত গবেষণা কাজে ভৌত মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা;

(খ) পানি সম্পদ উন্নয়নের জন্য নদীর পানি প্রবাহ এবং পানি বিভাজন এলাকা, পানি বিজ্ঞান, ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার এবং পরিবেশগত বিষয়াদি বিশেষতঃ লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং পানির গুণাগুণ সম্পর্কে গাণিতিক মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা;

(গ) নদী প্রশিক্ষণ, নদীর ভাংগন রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সেচ ও পানি নিষ্কাশনের জন্য নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত উপকরণ পরীক্ষা এবং নির্মাণ কাজের মানের তদন্ত ও মূল্যায়ন করা;

(ঘ) উপরিউল্লিখিত বিষয়সমূহে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং তৎসংশ্লিষ্ট কারিগরী বিষয়ে সাময়িকী ও প্রতিবেদন প্রকাশ করা;

(ঙ) উপরিউল্লিখিত কোন বিষয় সম্পর্কে সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদান করা;

(চ) উহার কার্যাবলীর মত একই প্রকার কার্যে নিয়োজিত অন্য কোন দেশী বা বিদেশী সংস্থার সহিত সহযোগিতা করা এবং যৌথ কার্যক্রম পরিচালনা করা;

(ছ) উপরিউক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

বোর্ডের সভা

৮। (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) বোর্ডের সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) বোর্ডের সকল সভায় চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে তৎকর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) বোর্ডের সভার কোরামের জন্য পাঁচজন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে।

(৫) বোর্ডের প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী সদস্যের দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) শুধুমাত্র কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা হইবে না।

কমিটি

৯। বোর্ড উহার দায়িত্ব পালনে উহাকে সহায়তাদানের জন্য এক বা একাধিক কমিটি নিয়োগ করিতে পারিবে।

ইনস্টিটিউটের তহবিল

১০। (১) ইনস্টিটিউটের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা:-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(গ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে গৃহীত ঋণ;

(ঘ) ইনস্টিটিউটের সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থ;

(ঙ) অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) এই তহবিল ইনস্টিটিউটের নামে কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখা হইবে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে এই তহবিল হইতে অর্থ উঠানো যাইবে।

(৩) এই তহবিল হইতে ইনস্টিটিউটের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

(৪) ইনস্টিটিউট এই তহবিল সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন খাতে বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

বাজেট

১১। ইনস্টিটিউট প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে ইনস্টিটিউটের কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন উহার উল্লেখ থাকিবে।

হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা

১২। (১) ইনস্টিটিউট যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা-হিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর ইনস্টিটিউটের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও ইনস্টিটিউটের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা-হিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাঁহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ইনস্টিটিউটের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভাণ্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং ইনস্টিটিউটের কোন সদস্য বা যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

প্রতিবেদন

১৩। (১) প্রতি বৎসর ৩০শে জুনের মধ্যে ইনস্টিটিউট তৎকর্তৃক পূর্ববর্তী বৎসরের সম্পাদিত কার্যাবলীর খতিয়ান সম্বলিত একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) সরকার প্রয়োজনমত ইনস্টিটিউটের নিকট হইতে যে কোন সময় ইনস্টিটিউটের যে কোন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন এবং বিবরণী আহ্বান করিতে পারিবে এবং ইনস্টিটিউট উহা সরকারের নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

মহা-পরিচালক

১৪। (১) ইনস্টিটিউটের একজন মহা-পরিচালক থাকিবেন।

(২) মহা-পরিচালক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহার চাকুরীর শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(৩) মহা-পরিচালকের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে মহা-পরিচালক তাঁহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে শূন্য পদে নব নিযুক্ত মহা-পরিচালক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা মহা-পরিচালক পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন ব্যক্তি মহা-পরিচালকরূপে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) মহা-পরিচালক ইনস্টিটিউটের সার্বক্ষণিক মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন এবং তিনি-

(ক) বোর্ডের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন;

(খ) বোর্ডের নির্দেশ মোতাবেক ইনস্টিটিউটের অন্যান্য কার্য সম্পাদন করিবেন।

কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ

১৫। ইনস্টিটিউট উহার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাঁহাদের চাকুরির শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ

১৬। এই আইন বা কোন বিধি বা প্রবিধানের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাঁহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য বোর্ড বা কোন সদস্য বা মহা-পরিচালক বা ইনস্টিটিউটের অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

ক্ষমতা অর্পণ

১৭। বোর্ড উহার যে কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট শর্তে চেয়ারম্যান বা অন্য কোন সদস্য বা মহা-পরিচালক বা ইনস্টিটিউটের অন্য কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

জনসেবক

১৮। চেয়ারম্যান, অন্যান্য সদস্য, মহা-পরিচালক এবং প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ Penal Code (Act No. XLV of 1860) এর section 21 এ public servant (জনসেবক) কথাটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সে অর্থে public servant (জনসেবক) বলিয়া গণ্য হইবেন।

ইনস্টিটিউট দোকান, ইত্যাদি হিসাবে গণ্য হইবে না

১৯। আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ইনস্টিটিউট Shops and Establishments Act, 1965 (E.P. Act VII of 1965), The Factories Act, 1965 (E.P. Act IV of 1965) বা The Industrial Relations Ordinance,1969 (Ord. No. XXIII of 1969) এর

তাৎপর্যাধীন “shop”, “commercial establishment”, “factory” বা “industry” বলিয়া গণ্য হইবে না।

বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

২০। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

২১। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ড সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা কোন বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।